

কি কি করা উচিত ও কি কি করা উচিত নয়

যাহা করা উচিত

বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী একটি সুসংগঠিত সংগঠন। পুলিশ কর্মকান্ডের ব্যবস্থাপনা, কর্মপদ্ধতি এবং কৌশলগত দিক ইত্যাদি বিধিবদ্ধ আইন দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত। পুলিশ বাহিনীর আচরণ বিভাগীয় বিধিবদ্ধ প্রবিধানের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সুতরাং একজন পুলিশ সদস্যের কি করা উচিত এবং কি করা উচিত নহে তাহা পুলিশ আইন এবং ইহার উপজাত পিআরবি এবং অন্যান্য বিধিবিধানের মধ্যে বর্ণিত আছে। আইন ও বিধি হইল পুলিশ কর্মকান্ডের গাইড। কোন সদস্য এই সমস্ত বিধিবিধানের পরিপন্থী কাজ করিলে তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হইয়া থাকে। নিম্নে কয়েকটি বিধান ও নিয়ম উল্লেখ করা হইল।

১। গ্রেফতারকৃত কোন আসামী অসুস্থ হইয়া পড়িলে পুলিশ অফিসার তাৎক্ষণিক তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবেন।

(পিআরবি ৩২১)

২। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পুলিশ কর্মচারিগণকে সালাম ও সৌজন্যতা প্রদর্শন করিতে হইবে।

(পিআরবি ৭২৮)

৩। মানুষের মর্যাদাকে সম্মান প্রদর্শন করা এবং মানবাধিকার রক্ষা করা, স্পর্শকাতর তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা ও হেফাজতে থাকা ব্যক্তিকে রক্ষণাবেক্ষণ করা।

৪। জনসাধারণের সহিত দ্রুত ও সুবিবেচনার সাথে আচরণ করা।

৫। নিরপেক্ষভাবে আইন প্রয়োগ করা।

৬। সকল উদ্ভবতন অফিসারের মৌখিক ও লিখিত বৈধ আদেশ পালন করা। [পিআরবি ১১৭]

৭। নিজ কর্তব্য যথাযথভাবে, সুষ্ঠুভাবে, সততা, নিষ্ঠা নিরপেক্ষতা এবং স্বচ্ছতার সহিত পালন করা উচিত। অর্পিত দায়িত্ব পালনে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা পালন করা।

৮। সরবরাহকৃত অস্ত্রশস্ত্র ও সরকারি সম্পদ সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা।

৯। কর্তব্যকালীন সময় সদা সতর্ক থাকা।

১০। সুন্দর পোশাক পরিধান ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা।

১১। জনসাধারণের সঙ্গে সম্মানজনক আচরণ করা। মহিলাদের সঙ্গে অত্যন্ত সম্মানজনক আচরণ ও ব্যবহার করিতে হইবে, আপনার আচরণ শুধু একজন পুলিশ বাহিনীর সদস্য হিসাবে বিবেচিত হইবে না, আপনি কোন ভদ্র পরিবারের সন্তান তাহাও প্রমাণ করিবে।

১২। বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসে এবং সরকার কর্তৃক অন্যান্য নির্ধারিত দিবসে বাংলাদেশ পতাকার যথাযথ মর্যাদার সহিত সরকারি ও বেসরকারি ভবনে উত্তোলন করিতে হইবে।

১৩। অফিস বা সভায় বিলম্বে হাজির হওয়ার অভ্যাস পরিহার করিতে হইবে। অফিসে যথাসময়ে উপস্থিত হওয়া উচিত। টাউট, বাটপার, ভন্ড ও প্রতারক শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কে সতর্ক থাকিয়া তাহাদের পান্ডা বা নিরাপত্তা দেওয়া হইতে বিরত থাকা।

১৫। অফিস ছুটির পর অফিস প্রধান অফিস ত্যাগ না করা পর্যন্ত অফিসে থাকা এবং ব্যক্তিগত জরুরী কাজ থাকিলে তাহার অনুমতি নিয়া অফিস ত্যাগ করা উচিত।

১৬। সিনিয়র আপনার দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে ইঙ্গিত করিলে তাহা সংশোধন করিতে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

১৭। কোন আনুষ্ঠানিক আহ্বারের সময় প্রধান অতিথির আগে খাবার টেবিল হইতে উঠিয়া হাত ধোয়ার অভ্যাস পরিহার করা উচিত।

১৮। সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নিকট সুযোগ-সুবিধা, বদলী হওয়া বা বদলীর আদেশ স্থগিত বা বাতিল করিবার তদবির হইতে বিরত থাকা।

- ১৯। অধঃস্তন পুলিশ অফিসার জেলা সদরে সফরকালে ব্যক্তিগতভাবে বা লিখিতভাবে সফরের উদ্দেশ্য পুলিশ সুপারকে জানাইতে হইবে।
(পিআরবি ১১৬)
- ২০। বিধি মোতাবেক পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের একে অন্যকে সহযোগিতা ও সাহায্য প্রদান করিতে হইবে।
(পিআরবি ১২১)

যাহা করা উচিত নয়

- ১। জনহিতকর কাজের জন্য বা যেকোন উপলক্ষ্যে জনসাধারণের নিকট হইতে কোন চাদা আদায় পুলিশ সদস্যদের জন্য নিষিদ্ধ।
(পিআরবি ৮৭)
- ২। কোন পুলিশ কর্মচারী কোন সংবাদ সরবরাহ সংস্থা, সংবাদপত্র বা সাময়িকী পত্রের সংবাদদাতা হিসাবে নিযুক্ত হইবেন না।
(পিআরবি ১০৭)
- ৩। সরকারি নীতির সমালোচনা করা যাইবে না।
(পিআরবি ১০৮)
- ৪। কোন পুলিশ কর্মচারী নিজের কর্তৃত্বাধীন এলাকার মধ্যে অবস্থিত লোকের নিকট হইতে কোন টাকা-পয়সা ধার নিতে পারিবেন না বা ধার দিতে পারিবেন না অথবা কোনরূপ। আর্থিক সুবিধা গ্রহণ বা প্রদান করিতে পারিবেন না। (পিআরবি ১০৯, ৮৬৮)
- ৫। ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেলের পূর্ব অনুমতি ব্যতীত কোন পুলিশ অফিসার সরকারি নিলামে মালক্রয়ের জন্য ডাক দিতে পারিবেন না।
(পিআরবি ১১০)
- ৬। কোন কর্মচারী যেই জেলায় নিযুক্ত আছেন সেই জেলায় কর্মরত কোন কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করিতে পারিবেন না।
(পিআরবি ১১১০)
- ৭। সম্পত্তির পরিমাণ সম্পর্কে ঘোষণা চাকুরীতে যোগদানকালে উল্লেখ করিতে হইবে।
(পিআরবি ১১২)
- ৮। অধঃস্তন কর্মচারীকে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা উচিত নয়।
(পিআরবি ১১৩)
- ৯। অবহেলাজনিত কারণে রাষ্ট্রীয় সম্পদের ক্ষতি হইলে তাহার ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।
(পিআরবি ১১৪)
- ১০। পুলিশ অফিসারগণ বিনা অনুমতিতে জেলা বা কর্মস্থল ত্যাগ করিতে পারিবেন না।
(পিআরবি ১১৫)
- ১১। উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বক্তব্যের প্রতি বিক্ষুব্ধ মনোভাব নিয়া সরাসরি প্রতিবাদ ও বিরোধিতা করা ঠিক নয়। আইন ও নৈতিক প্রয়োজনে ভিন্নমত পোষণ করা যাইতে পারে এবং তাহা সবিনয় মার্জিতভাবে বলা যাইতে পারবে।
- ১২। তদন্তকার্য পরিচালনার জন্য কোন হয়রানিমূলক আচরণ করা যাবে না।
(পিআরবি ২৬০)
- ১৩। কোন পুলিশ কর্মচারী রাজনীতি বা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না।
- ১৪। সিনিয়র কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে অন্যের সহিত আলোচনা করা উচিত নয়।
- ১৫। যেকোন অবস্থার প্রেক্ষিতে অশালীন কথাবার্তা বলা ঠিক নয়।
- ১৬। আমন্ত্রিত না হইয়া কোথাও কোন খাবার খাওয়া উচিত নয়।
- ১৭। সহকর্মী বা কাহারো সম্পর্কে প্রকাশ্যে বা গোপনে গীবত বা নিন্দা করা ঠিক নয়। ইহাতে মারাত্মক ক্ষতি হইতে পারে।
- ১৮। কোন মিথ্যা বিবৃতি না দেওয়া এবং ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ঘটনার অপব্যখ্যা না করা।
- ১৯। আত্মরক্ষার প্রয়োগ ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে আঘাত বা কোন নিষ্ঠুর আচরণ না করা।
- ২০। সাম্প্রদায়িক বা ধর্ম সংক্রান্ত কোন মন্তব্য করা উচিত নয়।

২১। ছুটি মঞ্জুর না করিয়া কর্মস্থল ত্যাগ করা উচিত নয়। ইহা বিভাগীয় শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

(পুলিশ আইনের ধারা ৭ ও ২৯)

২২। কোন সুযোগ-সুবিধার জন্য কোন ব্যক্তির নিকট হইতে কোন পুরস্কার গ্রহণ করা উচিত নয়। সরকারি কর্মকান্ড পরিচালনায় নিজেকে অবৈধ সুযোগ, দুর্নীতি ও ঘুষের সহিত নিজেকে সম্পৃক্ত করিতে পারিবেন না।

২৩। কর্তব্য ব্যতীত সন্দেহজনক এলাকায় না যাওয়া।

২৪। আইনবহির্ভূত কোন কাজ করা উচিত নয়। কোন পুলিশ সদস্য রাষ্ট্রীয় স্বার্থ বা নিরাপত্তার পরিপন্থী কোন সরকারি অফিসের গোপন দলিলপত্রাদি প্রকাশ করিতে পারিবেন না।